প্রথম আলো

তারিখ 15 JUN 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সূচি পরিবর্তন

দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন সেই ২২ পরীক্ষার্থী

খুলনা প্রতিনিধি ●

খুলনা বিএল কলেজের অর্থনীতি বিভাগের স্নাতকোত্তর শ্রেণির সেই ২২ পরীক্ষার্থী দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ চেয়ে তাঁরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলোর কাছে বারবার ধরনা দিলেও এখনো কোনো আশার বাণী পাননি।

এই শিক্ষার্থীদের আকুতি, তাঁরা যেকোনো মূল্যে পরীক্ষাটা দিতে চান। নইলে তাঁদের জীবন থেকে একটি বছর চলে যাবে, যা কোনোভাবেই পূরণ সম্ভব নয়।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত অর্থনীতি বিভাগের স্নাতকোত্তর শ্রেণির শেষ পরীক্ষা ছিল ৯ জুন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হঠাৎ পরীক্ষার সূচিতে কিছুটা পরিবর্তন এনে বিকেলের পরীক্ষা সকালে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। আর এই তথ্য জানিয়ে দেওয়া হয় ওয়েবসাইটে। কিন্তু সূচি পরিবর্তনের এই সংবাদ জানতে না পারায় পরীক্ষাটাই দিতে পারেননি বিএল কলেজের ২২ শিক্ষার্থী।

এই শিক্ষার্থীদের শঙ্কিত হওয়ার আরও একটি বড় কারণ আছে। এ বছরই ছিল শ্রেণিভিত্তিক পদ্ধতির শেষ পরীক্ষা। আগামী বছর থেকেই স্নাতকোত্তরে চালু হবে গ্রেডিং পদ্ধতি। ফলে তাঁদের ফেল দেখানো হলে আবার নতুন করে ভর্তি হয়ে গ্রেডিং পদ্ধতিতেই পরীক্ষা দিতে হবে। এতে ফল বিপর্যয়ের আশঙ্কা রয়েছে।

কয়েকজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ চেয়ে তাঁরা একবার বিএল কলেজের অধ্যক্ষ গুলশান আরা, আরেকবার পরীক্ষাকেন্দ্র খুলনা সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ আবদুল আলীমের কাছে ধরনা দিচ্ছেন। শুধু তা-ই নয়, ইতিমধ্যে তাঁরা গাজীপুরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের সঙ্গেও দেখা করে পুনরায় পরীক্ষা নেওয়ার আবেদন করেছেন। এ জন্য পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছে বিএল কলেজের অধ্যক্ষ ও সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষও লিখিত সুপারিশ করেছেন।

বঞ্চিত শিক্ষার্থীদের পুনরায় পরীক্ষা দেওয়ার দাবি জানিয়ে খুলনা সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিষয়ের স্নাতকোত্তর পরীক্ষা কমিটির সদস্য মোহাম্মাদ আবদুল আলীম *প্রথম আলোকে* বলেন, মানবিক কারণে বঞ্চিত শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত। তা না হলে তাঁদের জীবন থেকে একটি বছর চলে যাবে, যা খুবই হতাশার।